بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.) - এর জীবনচরিতের ধারাবাহিকতায়

সারিয়্যা কুরয বিন জাবের এবং গাযওয়ায়ে যি কারদ–এর বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৪ জানুয়ারী, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন সারিয়্যা বা সেনাভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় আজ **সারিয়্যা কুরয বিন জাবের**-এর উল্লেখ করব।

এই সেনাভিযান ৬ষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে উরানিয়্যিনের সাথে হয়েছিল। কারো কারো মতে এই সেনাভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সাঈদ বিন যায়েদ (রা.), তবে অধিকাংশের বক্তব্য হলো এর নেতা ছিলেন কুরয বিন জাবের (রা.), অন্যদিকে আরেকটি মত হল এর নেতৃত্বে ছিলেন জারির বিন আব্দুল্লাহ্(রা.)। কিন্তু এই বক্তব্যটি খন্ডন করা হয়েছে।

এ সেনাভিযানের বিবরণ হলো, উকল ও উরায়না গোত্রের প্রায় ৮জন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে আশ্রয় ও খাবার সরবরাহের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি (সা.) তাদেরকে মসজিদে নববীতে অবস্থান করতে বলেন। সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে যায় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু মদীনার আবওহাওয়াতে তারা খাপ খাওয়াতে পারছিল না আর তাদের শারীরিক দুর্বলতাও ছিল। তাই তারা মহানবী (সা.)- এর সমীপে উটের চারণভূমিতে থাকার আবেদন করে। আর এভাবে তারা তাঁর (সা.) অনুমতি সাপেক্ষে উটের চারণভূমিতে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে তারা মহানবী (সা.)- এর অনুগ্রহ ও দয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং সবগুলো উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। তখন মহানবী (সা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস

জিসার (রা.) এবং তার কয়েকজন সাথি তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং নাগাল পেয়ে তারা তাদের মোকাবিলা করেন। প্রতারকরা তাদেরকে নির্মমভাবে আঘাত করে, তাদের অঙ্গচ্ছেদ করে এবং জিহ্বা ও চোখে সুঁইবিদ্ধ করে যার ফলে তারা সেখানেই শাহদাত বরণ করেন।

তারপর তারা রাখালদের দিকে গিয়ে তাদের সবাইকে হত্যা করে। তাদের একজন প্রাণে বেঁচে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং জানান যে, তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং উটগুলো লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সংবাদ পাওয়ার পর, মহানবী (সা.) বিশ জনের একটি দল প্রেরণ করেন, যারা নবীজির দোয়ার বরকতে সেদিনই বা পরদিন তাদের গ্রেফতার করে এবং নবীজির সামনে হাজির করে।

বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) তাদের সঙ্গে সেই একই আচরণ করেছিলেন, যা তারা মুসলমান রাখালদের সঙ্গে করেছিল। তবে সে সময় পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী বিকৃত হত্যার (মিসলাহ্) নিষেধাজ্ঞা নাযিল হয়নি। পরে যখন এ নিষেধাজ্ঞা নাযিল হলো, তখন থেকে মহানবী (সা.) যে কোনো সেনাদল প্রেরণ করলে তাদের মিসলাহ্ (অর্থাৎ মৃতদেহ বিকৃত করা) থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন এবং দান-সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বলেন: মুসলমানদের জন্য সেই দিনগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল, কারণ কুরাইশ ও ইহুদিদের উসকানির ফলে সমগ্র দেশ তাদের শত্রুতার আগুনে জ্বলছিল। তাদের নতুন কৌশল অনুসারে, তারা মদীনায় সরাসরি আক্রমণ করার পরিবর্তে ছলনা ও প্রতারণার মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেছিল।

এই অত্যাচারীদের শাস্তি সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বলেন: এই ঘটনায় প্রথমে অত্যাচার কাফেরদের দিক থেকেই শুরু হয়েছিল। তদুপরি, এটি মূসার (আ.) শরিয়তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তবে ইসলাম পরবর্তীতে এটি বাতিল করে এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন পদ্ধতি নিষিদ্ধ করে দেয়।

তিনি আরও বলেন, কিছু পশ্চিমা গবেষক, যাদের মধ্যে মিউর সাহেবও অন্তর্ভুক্ত, এই ঘটনাটি উল্লেখ করে তার স্বভাবসুলভ আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু বাস্তবে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ প্রমাণিত হয়, কারণ এই সিদ্ধান্ত ইসলাম থেকে আসেনি, বরং এটি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর আইন, যা হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত বহাল ছিল। যাইহোক, যদি আপত্তিকারীদের উদ্দেশ্য হযরত ঈসার এই উক্তি হয় যে, 'এক গালে চড় খেলে অন্য গালও এগিয়ে দাও,' তবে প্রশ্ন হলো, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এই শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য মনে করে? এবং আজ পর্যন্ত কোনো খ্রিস্টান ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সরকার কি এই নীতির অনুসরণ করেছে? বক্তৃতার মঞ্চে এটি অবশ্যই একটি চমৎকার আদর্শ হতে পারে, তবে বাস্তব জীবনে এই শিক্ষার কার্যকারিতা নেই।

ইসলাম চরমপন্থা ও সংকীর্ণতার পথ পরিহার করে এবং একটি মধ্যপন্থী শিক্ষা প্রদান করে, যা প্রকৃত শান্তির ভিত্তি স্থাপন করে। অর্থাৎ, প্রতিটি অপরাধের শাস্তি তার মাত্রার উপযোগী হওয়া উচিত, তবে যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে ক্ষমা বা নম্রতার মাধ্যমে সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে, তবে ক্ষমা করাই উত্তম, এবং আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তি পুরস্কারের যোগ্য হবে।

এরপর হুযূর আনোয়ার বলেন এখন **গযওয়ায়ে যি কারাদ** এর বর্ণনা করব। এ যুদ্ধাভিযানের সময়কাল সম্পর্কে হাদিস বিশারদ এবং জীবনীকারদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। হাদিস বিশারদগণ এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং খয়বারের যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন আর জীবনীকারগণ এটিকে গযওয়ায়ে লেহইয়ানের পর হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটিকে খয়বারের তিন দিন পূর্বের ঘটনা বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাহোক, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) গযওয়ায়ে যি কারাদ ৭ম হিজরীর মহর্‌রম মাসে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।।

এই গযওয়ার বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কুড়িটি দুগ্ধদায়ী উটনী ছিল এবং কিছু অন্যান্য উটও এর সঙ্গে ছিল। উটনীগুলো একটি চরাগাহে চরত, এবং এক রাখাল প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাদের দুধ নবীজির কাছে নিয়ে আসত। একদিন, বনু গাতফানের উয়ায়না ফাজারী নামক ব্যক্তি ৪০জন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে উটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই আক্রমণের সময়, তারা হযরত আবু যার (রা.)-এর পুত্র, যার নাম যার ছিল, তাকে হত্যা করে, এবং হযরত আবু যার (রা.)-এর স্ত্রী লায়লাকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

উয়ায়না সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সে পরিখার যুদ্ধে বনু ফাযারা গোত্রের নেতা ছিল, তবে মক্কা বিজয়ের পর বা কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে গযওয়া হুনাইন ও তাইফের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করে। মহানবী (সা.) তাঁকে ৫০ জন অশ্বারোহীর দল নিয়ে বনু তামীমের দমন অভিযানে পাঠান, যেখানে কোনো মুহাজির বা আনসার সাহাবী ছিলেন না।

পরবর্তী সময়ে, খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে সে আবার ধর্মত্যাগ করে এবং বিদ্রোহী নেতা তুলাইহার সঙ্গে যোগ দেয়। এরপর বন্দী অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে হাজির হলে তিনি দয়া করে তাঁকে ক্ষমা করে দেন। পরবর্তী সময়ে সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে।

মহানবী (সা.) আবু যার (রা.)-কে গাবা'র দিকে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেদিকে চলে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, আবু যার গিফারী (রা.) উটনীগুলোর চারণভূমিতে যাওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আমি তোমার ব্যাপারে এ কারণে শঙ্কিত, কারণ শত্রুরা পাছে এদিক থেকে আবার তোমার ওপর আক্রমণ না করে বসে। কেননা, আমরা উয়ায়না ও তার সঙ্গীদের পক্ষ থেকে নিরাপদ নই। আবু যার (রা.) আবারো জোর দাবি করলে তিনি (সা.) বলেন, আমার আশঙ্কা হলো, তোমার পুত্র নিহত হবে এবং তোমার স্ত্রীকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হবে আর তুমি একটি লাঠিতে ভর করে ফেরত আসবে। এরপর ঠিক তদ্রূপই ঘটেছে যেমনটি তিনি (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

যাহোক, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র কাছে উটনী নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা শুনে সালমা বিন আকওয়া (রা.) তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং তাদেরকে নাগালে পেয়ে তাদের ওপর সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করেন। যার ফলে তারা পালিয়ে যায় আর তিনি সবগুলো উট, আরেক বর্ণনামতে কিছু উট ফেরত আনতে সফল হন। যাহোক মহানবী (সা.) সার্বিক বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়ে ঘোষককে অশ্বারোহীদের আহ্বান জানাতে বলেন। ঘোষণা শুনে সাহাবীরা (রা.) এলে তাদের মাঝ থেকে মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ (রা.)-কে নেতা মনোনীত করে তাদের পিছু ধাওয়া করতে অগ্রে প্রেরণ করেন আর বলেন, তুমি শত্রুদের

পশ্চাদ্ধাবন করো যতক্ষণ না আমি তোমাদের সাথে এসে মিলিত হই। এরপর তিনি (সা.) পাঁচশ' বা সাতশ' সাহাবী নিয়ে স্বয়ং যাত্রা করেন। এ সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন এবং হযরত মিকদাদ (রা.) পতাকা বহন করেছিলেন আর হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)- কে তিনশ' সাহাবী সহ মদীনার সুরক্ষার জন্য রেখে যান। এ অভিযানে সাহাবীরা অনেক সাহসিকতা এবং আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং কতক সাহাবী শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর অশ্বারোহীদের দেখি যাদের মাঝে আখরামও ছিলেন। তারা সাহসিকতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমি আখরামের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরি আর বলি, হে আখরাম! তুমি শত্রুদলের কাছ থেকে সাবধানে থেকো যেন তারা তোমাকে ধ্বংস করতে না পারে। এখন সামনে অগ্রসর হয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত না মহানবী (সা.) এবং তার সাথিরা এসে আমাদের সাথে মিলিত হয়। তিনি বলেন, হে সালমা! যদি তুমি পরকালে ঈমান রাখো আর জানো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য তাহলে আমার ও আমার শাহাদতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িও না। এরপর তিনি ও আব্দুর রহমান বিন উয়ায়না পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। আখরাম তাকে ও তার ঘোড়াকে আহত করেন আর সে আখরামকে বর্শার আঘাতে শহীদ করে। যদিও তার হত্যাকারী হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় তবে এটি নিশ্চিত যে, তিনি সাহসিকতার সাথে ইসলামের জন্য লড়াই করতে করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, এ যুদ্ধাভিযানের বিবরণ আগামীতেও চলমান থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

24 January 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat